স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার এমপিওভুক্তির আদেশ শিগগিরই : সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক

সংগৃহীত ছবি

দেশের স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা এমপিওভুক্তের আদেশ শিগগিরই জারি হবে জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. খ ম কবিরুল ইসলাম বলেছেন, ‘স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা এমপিওভুক্তির বিষয়টি আপনারা সবাই জানেন। আমি এখানে (সচিব হিসেবে) আসার পর থেকে তাদের এমপিওভুক্তির জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আশা করি, এমপিওভুক্তির আদেশ শিগগিরই হয়ে যাবে।’

তিনি আরো বলেন, ‘ইতিমধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কাছে এটির সামারি চলে গেছে।

উনি মালয়েশিয়া থাকার কারণে এখনো স্বাক্ষর হয়নি। হয়তো আগামীকাল বৃহস্পতিবার হতে পারে। আর আগামীকাল না হলে পরের সপ্তাহে হবে বলে আমি আশা করছি।’

বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে সচিবালয়স্থ বিভাগের সভাকক্ষে শিক্ষা বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন এডুকেশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের (ইরাব) নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে এক মতবিনিময়সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

মতবিনিময়সভায় ইরাবের সভাপতি ফারুক হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক সোলাইমান সালমান, ইরাবের সাবেক সভাপতি সাব্বির নেওয়াজ, শরীফুল আলম সুমন, মীর মোহাম্মদ জসিমসহ সংগঠনটির নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে এ বছরের শুরুতে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসাগুলোকে প্রথমে এমপিওভুক্ত করে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়া হয়। গত ২৫ জুন ইবতেদায়ি মাদরাসা এমপিওভুক্তির নীতিমালা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করতে ৮ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল।

নীতিমালা অনুসারে, মাদরাসাগুলোর মোট ছয়টি পদ এমপিওভুক্ত হবে। ইবতেদায়ি প্রধান বেতন পাবেন ১০ম গ্রেডে। আর সাধারণ, বিজ্ঞান ও আরবি বিষয়ের সহকারী শিক্ষকের বেতন হবে ১৩তম গ্রেডে। আর ক্বারী বা নুরানি বিষয়ের সহকারী শিক্ষকরা ১৬তম গ্রেডে বেতন পাবেন। আর প্রতিটি ইবতেদায়ি মাদরাসার অফিস

সহায়ক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যে পদে নিয়োগপ্রাপ্তরা ২০তম গ্রেডে বেতন পাবেন।

নীতিমালা অনুসারে, মাদরাসাগুলোর শিক্ষক পদে এনটিআরসিএর সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ হবে। নীতিমালায় মাদরাসাগুলোর ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নির্দেশনা এসেছে। প্রধান শিক্ষক ও অফিস সহায়ক পদে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ হবে বলে নীতিমালায় বলা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা সংশোধন প্রসঙ্গে ড. খ ম কবিরুল ইসলাম বলেন, বেসরকারি মাদরাসার জন্য জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালাটি উপদেষ্টার কাছে পাঠানো হয়েছে। সেখানে থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চলে যাবে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন হয়ে আসলে আমরা নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) এমপিওভুক্ত দেব।

তিনি বলেন, ‘মাদরাসাগুলোতে আমরা এমপিওভুক্ত দিতে চাই। বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান ২০০৬ সালের পূর্বে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিন্তু আগের সরকার বৈষমমূলকভাবে তাদের এমপিও দেয়নি, সেগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এই অর্থবছরে আশা করি, এটা পারব। ২০২২ সালের পর থেকে নতুন করে কোনো প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি।’